সমন্বয় সংক্রান্ত জাবেদা
Adjusting Journal Entries

সমন্বয় সংক্রান্ত জাবেদার সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা
(Definition & Necessity of Adjusting Journal Entries)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- সমন্বয়ী জাবেদা কি তা বলতে পারবেন।
- সমন্বয়ী জাবেদা কেন লিখতে হয় তা বুঝাতে পারবেন।

সমন্বয়ী জাবেদার সংজ্ঞা

রেওয়ামিল তৈরীর পর ভুল সংশোধন করে হিসাবরক্ষককে উক্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত লাভ বা লোকসান কত তা বের করতে হয়। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র রেওয়ামিলের হিসাবগুলো বিবেচনায় আনলেই চলবে না। সংশ্লিষ্ট বছরের সব আয়-ব্যয় বিবেচনায় আনতে হবে। এমন অনেক আয় অথবা ব্যয় উক্ত বছরের শেষ দিন পর্যন্ত সংঘটিত হয় যা শেষ দিনেও সঠিকভাবে লেখা হয় না। আমরা দেখতে পাই হিসাব সনের সব লেনদেন ঐ সময়ে সম্পাদিত হয় না। যেমন-ডিসেম্বরের বেতন জানুয়ারির ১/২ তারিখে দেয়া হয়। আবার কিছু লেন-দেন অগ্রিম সম্পাদিত হয় যা সংশ্লিষ্ট হিসাব লেন-দেন করা হলে হয় তাকে সমন্বয়ী জাবেদা বলে। একে প্রকৃত জাবেদাও বলা হয়ে থাকে। সমন্বয়ী জাবেদা দাখিলা রেওয়ামিলের অন্তর্ভুক্ত হয় না। এজন্য এদের হিসাবভুক্তি দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুসারে চূড়ান্ত হিসাবে দুইবার দেখাতে হয়।

সমন্বয়ী জাবেদার প্রয়োজনীয়তা:

১. হিসাববিজ্ঞানের অন্যতম স্বীকৃত প্রথা হল হিসাব বর্ষ বা হিসাবকাল নির্বাচন প্রথা। এই প্রথা যথাযথভাবে পালন করার লক্ষ্যে সমন্বয় জাবেদা লেখা হয়।

২. সংশ্লিষ্ট হিসাবকালের আয়ের সঙ্গে ঐ বছরের ব্যয়ের সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে সমন্বয়ী জাবেদা লেখা হয়।

৩. বিলম্বিতকরণ হিসাবকে চলতি বছর এবং ভবিষ্যত বছর এর মধ্যে বণ্টন করে হিসাবভুক্ত করতে সমন্বয়ী জাবেদা লেখা হয়।

৪. নিখুঁত ব্যবসায়িক ফলাফল ও পরিসম্পদের ন্যায্য মূল্যায়নের লক্ষ্যে সমন্বয়ী জাবেদা দরকার।

সমন্বয় সংক্রান্ত জাবেদার উদাহরণ
(Example of Adjusting Journal Entries)

নিম্নে এ ধরনের কিছু সমন্বয়ী জাবেদার উদাহরণ দেয়া হলো ঃ

১. **সমাপনী মজুত পণ্য (Closing Stock) ঃ** সমাপনী মজুত পণ্য রেওয়ামিলে দেখানো হয় না। প্রারম্ভিক মজুত পণ্য ও ক্রয় থেকে বিক্রয় বাদ দিলেই সমাপনী মজুত পণ্য পাওয়া যায়। এটা হিসাবে না দেখালে সঠিক লাভ-ক্ষতি নিরূপণ হবে না। সমাপনী মজুতের মূল্য ক্রয় মূল্য ও বাজার মূল্যের যেটা কম তার আলোকে ধরা হয়। এ অংক হিসাবে না আনলে মুনাফা কম দেখানো হবে। তাই প্রকৃত জাবেদার মাধ্যমে প্রকৃত মুনাফা নির্ণয় করতে হবে।

সমন্বয়ী জাবেদা হবে নিম্নরূপ ঃ

তারিখ	বিবরণ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
ডিসেম্বর ৩১ ২০০২	সমাপনী মজুত হিসাব .....ডেবিট To ক্রয়-বিক্রয় হিসাব (∵ সমাপনী মজুত পণ্যের মূল্য সমন্বয় করা হলো)	***	***

দু'তরফা দাখিলা হবে নিম্নরূপ ঃ

ক) সম্পত্তি হিসাব

খ) ক্রয়-বিক্রয় হিসাব (ক্রেডিট)

২. **অবচয় (Depreciation) ঃ** সমস্ত সম্পত্তি সময়ের সাথে ক্ষয় হতে থাকে। অনন্তকাল কোন সম্পদ থাকে না। সম্পদের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে সম্পদের জীবনকাল নির্ধারণ করা হয়। যেহেতু সম্পদ নিয়োগ করে লাভ অর্জন করা হয়, তাই এ ক্ষয়কে মূল্যে রূপান্তর করে মূল সম্পত্তির মূল্য ধরে রাখা হয়। এই ক্ষয়মূল্যকেই অবচয় বলে। এটা লাভ-ক্ষতি হিসাবে না আনলে প্রকৃত লাভ ক্ষতি নির্ণয় হবে না। বিশেষজ্ঞরা এটা নির্ধারণ করেন। সম্পদের আয়ুস্কাল ১০ বছর হলে অবচয় হবে ১০% এবং ২০ বছর হলে হবে ৫%। এ অংক লাভ থেকে বাদ দিতে হবে এবং সম্পত্তি হিসাবকে ক্রেডিট করতে হবে বা সম্পদের মূল্য থেকে বাদ যাবে। যেমন- ধরি, যন্ত্রপাতির মূল্য ১,০০,০০০ টাকা এবং এর আয়ুস্কাল ১০ বছর। সুতরাং অবচয় হবে ১,০০,০০০ এর ১০%=১০,০০০ টাকা।

সমন্বয়ী জাবেদা হবে নিম্নরূপ (দু'তরফা দাখিলা দেখানো হলো) ঃ

তারিখ	বিবরণ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
ডিসেম্বর ৩১ ২০০২	অবচয় হিসাব .....ডেবিট To যন্ত্রপাতি হিসাব (∵ ১০% হিসেবে ১০,০০০ টাকা অবচয় ধার্য করা হলো)	১০,০০০	১০,০০০
ঐ	লাভ-ক্ষতি হিসাব ..... ডেবিট To অবচয় হিসাব (∵ অবচয় লাভ-ক্ষতি হিসাবের চার্জ করা হলো)	১০,০০০	১০,০০০

অর্থাৎ যন্ত্রপাতি থেকে বাদ যাবে এবং লাভ-ক্ষতি হিসাবে ডেবিট দিকে লিখতে হবে।

৩. **কু-ঋণ বা অনাদায়ী পাওনা (Bad Debts) ঃ** প্রতিটি ব্যবসায়ে বাকী বিক্রী করার প্রচলন রয়েছে। সব দেনাদারই তার দেনা শোধ করে না। কেউ মারা যেতে পারে বা দেউলিয়াও হতে পারে। এভাবে পাওনা অর্থের যে অংকটি আর পাওয়া যাবে না বলে জানা যায় তাকে কু-ঋণ বলা হয়। এ অংক লাভ থেকে বাদ না দিলে প্রকৃত লাভ-ক্ষতির প্রতিফলন হবে না। তাই একে লাভ-ক্ষতি হিসাবে ডেবিট করে বিবিধ দেনাদার হিসাবকে ক্রেডিট করতে হয়। এর সমন্বয়ী জাবেদা হবে নিম্নরূপ(ধরি, বিবিধ দেনাদার ১০,০০০ টাকা এবং কু-ঋণ ১,০০০ টাকা) ঃ

তারিখ	বিবরণ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
ডিসেম্বর ৩১ ২০০২	কু-ঋণ হিসাব .....ডেবিট To বিবিধ দেনাদার হিসাব (∵ ১,০০০ টাকা আর আদায় হবে না)	১,০০০	 ১,০০০
ঐ	লাভ-ক্ষতি হিসাব ..... ডেবিট To কু-ঋণ হিসাব (∵ কু-ঋণের ১,০০০ টাকা লাভ-ক্ষতি হিসাবে চার্জ করা হলো)	১,০০০	 ১,০০০

মনে রাখতে হবে মানুষ মারা না গেলে যে কোন সময় কোন কারণে (দেউলিয়া স্বচ্ছল হলো) এ অর্থ আদায় হতেও পারে। সেক্ষেত্রে কু-ঋণ হিসাব যেহেতু বন্ধ এবং দেনাদার হিসাব থেকে ঐ অর্থ বাদ দেয়া হয়েছে, তাই এমন ঘটনা ঘটলে নিম্নোক্ত সমন্বয়ী জাবেদা দিতে হবে ঃ

তারিখ	বিবরণ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
মার্চ ২৫ ২০০২	নগদান বা ব্যাংক হিসাব ..... ডেবিট To কু-ঋণ আদায় হিসাব (∵ অবলোপন করা কু-ঋণ পূনঃ আদায় হয়েছে)	১,০০০	 ১,০০০
ঐ	কু-ঋণ আদায় হিসাব ..... ডেবিট To লাভ-ক্ষতি হিসাব (∵ জের লাভ-ক্ষতি হিসাবে স্থানান্তর করা হলো)	১,০০০	 ১,০০০

৪. **অনাদায়ী পাওনা বা কু-ঋণ সঞ্চিতি (Reserve for Doubtful Debts) ঃ** যে দেনাদার তার দেনা কখনও শোধ করবেন না বলে ধরা হবে সেটা কু-ঋণ হিসেবে উপরোক্ত নিয়মে সমন্বিত হবে। কিন্তু কিছু পাওনা এমন থাকে যা পাওয়া যেতেও পারে, নাও পারে বলে সন্দেহ করা হয়। আর এমন পাওনার ক্ষতি যাতে ব্যবসায়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করতে না পারে এজন্য লাভ থেকে কিছু অর্থ-সঞ্চিতি হিসাবে রাখা হয়। একেই কু-ঋণ সঞ্চিতি বলে। একে লাভ-ক্ষতি হিসাবে ডেবিট করে বিবিধ দেনাদার থেকে বাদ দিতে হবে। সমন্বয়ী জাবেদা হবে নিম্নরূপ (এখানেও নির্দিষ্ট শতকরা হার হিসাব করা হয় দেনাদারের উপর) ঃ

তারিখ	বিবরণ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	লাভ-ক্ষতি হিসাব ..... ডেবিট To কু-ঋণ সঞ্চিতি হিসাব (∵ বিবিধ দেনাদারের উপর **% কু-ঋণ সঞ্চিতি রাখা হল)	***	 ***
	কু-ঋণ সঞ্চিতি হিসাব ..... ডেবিট To বিবিধ দেনাদার হিসাব (∵ বিবিধ দেনাদার থেকে **% কু-ঋণ সঞ্চিতি হিসাবে দেখানো হলো)	***	 ***

তবে এক্ষেত্রে দেনাদার হিসাব ক্রেডিট না করে দায় পাশে লেখা ভাল। এতে দেনাদারের হিসাব বন্ধ হবে না এবং সম্ভাব্য লোকসানের জন্যও ব্যবস্থা রাখা হবে। পরবর্তী বছর এটা লাভ-ক্ষতি হিসাবে ক্রেডিট করতে হয় এবং এথেকে নতুন সঞ্চিতি হিসাব ডেবিট করা হয়।

৫. **বকেয়া খরচ (Outstanding - Unpaid Expenses) ঃ** বর্তমান বছরের খরচ যদি পরিশোধিত না হয় তাহলে ঐ খরচ বাদেই লাভ-ক্ষতি হিসাব তৈরী করলে তা প্রকৃত লাভ/ক্ষতি প্রদর্শন করবে না। যেমন-বকেয়া বেতন, বকেয়া বাড়ি ভাড়া ইত্যাদি। এ বকেয়া খরচ লাভ-ক্ষতি হিসাবের সংশ্লিষ্ট খরচের খাতে যোগ হবে এবং উদ্বৃর্তপত্রের দায় পাশে লিখতে হবে। সমন্বয়ী জাবেদা হবে নিম্নরূপ (ধরি, বেতন ১০,০০০ টাকা বকেয়া রয়েছে) ঃ

তারিখ	বিবরণ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	বেতন হিসাব ..... ডেবিট To বকেয়া বেতন হিসাব (∵ বর্তমান বছরের ১০,০০০ টাকা এখনও পরিশোধ করা হয়নি)	১০,০০০	১০,০০০

৬. **প্রাপ্য/বকেয়া আয় (Accrued Income) ঃ** এমন কিছু আয় থাকে যা ব্যবসায়ী হিসাব সনে নগদে নাও পেতে পারেন কিন্তু পরবর্তীতে অবশ্যই পাবেন। এমন আয়কে হিসাবে না আনলে প্রকৃত লাভ/ক্ষতি দেখানো হবে না। তাই এর নির্দিষ্ট হিসাব খাতকে ক্রেডিট করে বকেয়া হিসাবকে ডেবিট করতে হয়। দু'তরফা দাখিলার জন্য একে সম্পত্তি পাশে দেখাতে হয়। সমন্বয়ী জাবেদা হবে নিম্নরূপ ঃ

তারিখ	বিবরণ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	বকেয়া সুদ/লাভ হিসাব ..... ডেবিট To সুদ/লাভ হিসাব (∵ সুদ বা লাভ বকেয়া রয়েছে যা সমন্বিত করা হল)	***	***

৭. **অগ্রিম খরচ (Prepaid Expenses) ঃ** ব্যবসায়ের এমন অনেক খরচ আছে যার ফল পরবর্তীতেও পাওয়া যেতে পারে। আবার সংশ্লিষ্ট বছরে এর ফল অংশ বিশেষও পাওয়া যেতে পারে। যেমন-বছরের মাঝামাঝিতে বীমার প্রিমিয়াম বাবদ ১০,০০০ টাকা দেয়া হল। ফল পাওয়া গেল অর্ধেক। তাহলে ৫,০০০ টাকা অগ্রিম খরচ হল। আবার বেতনাদী বা অন্য যে কোন খরচ অগ্রিম করতে হতে পারে যা বর্তমান বছরে দেখালে সঠিক লাভ/ক্ষতি দেখানো হবে না। তাই ঐ অগ্রিম খরচের অর্থ দিয়ে সংশ্লিষ্ট খরচের হিসাবকে ক্রেডিট করতে হবে। এবং ঐ অর্থ উদ্বর্তপত্রের সম্পত্তি পাশে দেখাতে হবে। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট খরচ থেকে এ অর্থ বাদ যাবে এবং সম্পত্তি পাশে লিখতে হবে। সমন্বয়ী জাবেদা হবে নিম্নরূপ (ধরি, অগ্রিম বেতন ৫,০০০ টাকা প্রদত্ত হয়েছিল) ঃ

তারিখ	বিবরণ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	অগ্রিম বেতন হিসাব ..... ডেবিট To বেতন হিসাব (∵ অগ্রিম বেতন সমন্বয় করা হল)	৫,০০০	৫,০০০

৮. **অগ্রিম প্রাপ্ত আয় (Income Received in Advance) ঃ** কোন আয় এমন হতে পারে যা সংশ্লিষ্ট বছরের নয় পরবর্তী বছর বা বছরসমূহের। এ আয় যদি সংশ্লিষ্ট বছরেই দেখানো হয় তাহলে তা সঠিক দেখানো হবে না। যেমন-৫ বছরের শিক্ষানবিশ সেলামী একসাথে পাওয়া গেল বা কমিশনের অর্থ অগ্রিম পাওয়া গেল যার কাজ পরবর্তী বছরে হবে। এক্ষেত্রে অগ্রিম আয় সংশ্লিষ্ট আয় খাত থেকে বাদ দিতে হবে এবং উদ্বৃর্তপত্রের দায় পাশে দেখাতে হবে।
সমন্বয়ী জাবেদা হবে নিম্নরূপ (ধরি, শিক্ষানবিশ সেলামী ৫ বছরের জন্য ৫,০০০ টাকা পাওয়া গেল ০১.০১.০২ তারিখে) ঃ

তারিখ	বিবরণ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
ডিসেম্বর ৩১ ২০০২	শিক্ষানবিশ সেলামী হিসাব ..... ডেবিট To অগ্রিম প্রাপ্ত সেলামী হিসাব (∵ অগ্রিম প্রাপ্ত শিক্ষানবিশ সেলামী সমন্বয় করা হল)	৪,০০০	৪,০০০

উদাহরণ ঃ ১

২০০২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের নিম্নের সমন্বয়ী জাবেদা দাখিলা প্রদান করুন ঃ

১. ৩১.১২.২০০২ তারিখে মজুত পণ্যের মূল্যায়ন করা হ'ল ৫০,০০০ টাকা।

২. আসবাবপত্রের মূল্য ৫০,০০০ টাকা যার উপর ১০% অবচয় ধার্য করতে হবে।

৩. বিবিধ দেনাদার ৫০,০০০ টাকা কিন্তু এর ভেতর ১০,০০০ টাকা পাওয়া যবে না কখনো বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

৪. বিবিধ দেনাদার ৫০,০০০ টাকার উপর ১০% কু-ঋণ সঞ্চিতি ধার্য করতে হবে।

৫. মজুরী বাবদ ৫,০০০ টাকা বকেয়া রয়েছে।

৬. বিনিয়োগের উপর সুদ ১০,০০০ টাকা প্রাপ্য রয়েছে।

৭. বেতন হিসাবে ১০,০০০ টাকা অগ্রিম প্রদত্ত হয়েছে।

৮. একজন শিক্ষানবিশ ৩ বছরের জন্য সেলামী দিয়েছে ৩,০০০ টাকা।

৯. ৫,০০০ টাকার মজুত পণ্য আগুনে নষ্ট হয়েছে যার কোন বীমা করা ছিল না।

১০. ১০,০০০ টাকার মজুত পণ্য আগুনে নষ্ট হয়েছে যার পুরোটাই বীমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ করতে সম্মত হয়েছে।

১১. ১৫,০০০ টাকার মজুত পণ্য আগুনে বিনষ্ট হয়েছে যার মধ্যে ১০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বীমা কোম্পানি রাজি হয়েছে।

১২. পাওনাদারের উপর বাট্টা সঞ্চিতি ১০% ধার্য করা হ'ল। বিবিধ পাওনাদার ৫০,০০০ টাকা দেখানো হয়েছে।

সমন্বয়ী জাবেদা

তারিখ ঃ ৩১.১২.২০২ইং

তারিখ	বিবরণ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
১.	সমাপনী মজুত পণ্য হিসাব ..... ডেবিট To ক্রয়-বিক্রয় হিসাব (∵ সমাপনী মজুত পণ্য চূড়ান্ত হিসাবের সমন্বিত করা হলো)	৫০,০০০	৫০,০০০
২.	অবচয় হিসাব ..... ডেবিট To আসবাবপত্র হিসাব (∵ আসবাবপত্রের উপর ১০% অবচয় ধার্য করা হলো)	৫,০০০	৫,০০০
৩.	কু-ঋণ হিসাব ..... ডেবিট To বিবিধ দেনাদার হিসাব (∵ বিবিধ দেনাদারের থেকে ১০,০০০ টাকা কখনো পাওয়া যাবে না বলে ধরা হয়েছে)	১০,০০০	১০,০০০
৪.	লাভ-ক্ষতি হিসাব ..... ডেবিট To কু-ঋণ সঞ্চিতি হিসাব (∵ কু-ঋণ সঞ্চিতি লাভ-ক্ষতি হিসাবে সমন্বিত হলো)	৫,০০০	৫,০০০
৫.	মজুরী হিসাব ..... ডেবিট To বকেয়া মজুরী হিসাব (∵ বকেয়া মজুরী সমন্বিত করা হলো)	৫,০০০	৫,০০০
৬.	বিনিয়োগের বকেয়া সুদ হিসাব ..... ডেবিট To বিনিয়োগের সুদ হিসাব (∵ বিনিয়োগের প্রাপ্য সুদ সমন্বিত হলো)	১০,০০০	১০,০০০
৭.	অগ্রিম বেতন হিসাব ..... ডেবিট To নগদান হিসাব (∵ অগ্রিম বেতন সমন্বয় করা হলো)	১০,০০০	১০,০০০

তারিখ	বিবরণ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
৮.	শিক্ষানবিশ সেলামী হিসাব ..... ডেবিট To অগ্রিম প্রাপ্ত সেলামী হিসাব (∵ অগ্রিম প্রাপ্ত শিক্ষানবিশ সেলামী করা হলো)	২,০০০	 ২,০০০
৯. ক)	অগ্নি বিনষ্ট মজুত পণ্য হিসাব ..... ডেবিট To ক্রয়-বিক্রয় হিসাব (∵ মোট পণ্য মুল্য ক্রয়-বিক্রয় হিসাবে দেখানো হলো)	৫,০০০	 ৫,০০০
খ)	লাভ-ক্ষতি হিসাব ..... ডেবিট To অগ্নি বিনষ্ট মজুত পণ্য হিসাব (∵ পুরো ক্ষতিটা লাভ-ক্ষতি হিসাবে স্থানান্তরিত হলো)	৫,০০০	 ৫,০০০
১০.	বীমা কোম্পানী হিসাব ..... ডেবিট To ক্রয়-বিক্রয় হিসাব (∵ পুরো মজুত পণ্যের ক্ষতি পূরণ করা হবে)	১০,০০০	১০,০০০
১১.	বীমা কোম্পানী হিসাব ..... ডেবিট লাভ-ক্ষতি হিসাব ..... ডেবিট To ক্রয়-বিক্রয় হিসাব (∵ আগুনে বিনষ্ট ক্ষতির ১০,০০০ টাকা পাওয়া যাবে এবং অবশিষ্ট ৫,০০০ লাভ-ক্ষতি হিসাবে সমন্বিত করা হলো)	১০,০০০ ৫,০০০	 ১৫,০০০
১২.	পাওনাদারের উপর বাট্টা সঞ্চিতি হিসাব .....ডেবিট To লাভ-ক্ষতি হিসাব (∵ বিবিধ পাওনাদারের উপর ১০% বাট্টা সঞ্চিতি ধার্য করা হলো)	৫,০০০	 ৫,০০০
	মোট =	১,২৭,০০০	১,২৭,০০০

উদাহরণ ঃ ২

Mr. Rahim starts a micro computer sevices on August 1, 2006. At the end of August 31, 2005, Mr. Rahim Tryping to prepare monthly financial statements. He has the following information for the month.

1. At August 31, salaries accured Tk. 800, that will the paid on september,
2. On August 1, Mr. Rahim borrowed Tk. 30,000 from a local bank on a 15 year mortgage. The annual interest rate is 10%.
3. Service revenue unrecorded in August totaled Tk. 1,100.

Prepare adjusting entries.

1	Salaries Expense Salaries Payable (To record accured salaries)	800	 800
2.	Interest Expenses Interest Payable (To record Interest) [30,000×10%×1/12] = 250	250	 250
3.	Account Receivable Service Revenue (To record revenue for service provided)	1,100	 1,100

মূল্যায়ন

১. সমন্বয়ী জাবেদার সংজ্ঞা দিন। (Define Adjusting entreies)
২. সমন্বয়ী জাবেদার প্রয়োজনীয়তা কি? (What are the necessity of Adjusting entries)
৩. The ledger of Mr. Hamid Inc. On March 31, 2006 includes the following selected accounts before adjusting entries.

Particulars	Debit	Credit
Prepaid insurance	3,600	
Office Supplies	2,800	
Office equipment	25,000	
Accumulated Depreciation (For Equipment)		500
Unearned revenue		9,200

An analysis of the accounts shows the following:

1. Insurance expires at the rate of Tk 100 per month
2. Supplies on hand total Tk 800
3. Office equipment depreciates Tk 200 a month
4. One-half of the unearned revenue was earned in March

Prepare the adjusting entries for the month March.